

‘মেট্রোর সমস্ত পরিকল্পনা আমার’- দাবি মমতার!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ আগস্টঃ ‘আজ আমরা একটু নস্টালজিক হতে দিনা’ শুক্রবার মেট্রোর তিনটে নতুন রুটের উদ্বোধনের আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই পোস্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মেট্রোর তিনটে নতুন রুটের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন না মুখ্যমন্ত্রী। তবে উদ্বোধনের আগে ‘আবেগঘন’ বার্তা দেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। একসময় তিনি রেলমন্ত্রী ছিলেন। তারপর গত ১৪ বছর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। রেলমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর নেওয়া পদক্ষেপ আজ বাস্তবায়ন হল। এই নিয়ে ‘স্মৃতিমেদুর’ হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, ‘আজ একটু স্মৃতি-তাজিত হতে দিনা।’ এরপরই তিনি লেখেন, ‘ভারতের রেলমন্ত্রী হিসেবে, আমি মেট্রোপলিটন কলকাতায় মেট্রো রেলওয়ে করিডোরের পরিকল্পনা এবং



অনুমোদন করেছিলাম। নীলনকশা তৈরি করেছি। তহবিলের ব্যবস্থা করেছি। কাজ শুরু করেছি এবং নিশ্চিত করেছি যে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত (জোকা, গড়িয়া, বিমানবন্দর, সেক্টর ফাইভ) যাতে একটি আন্তঃনগর মেট্রো গ্রিডের মাধ্যমে সংযুক্ত হতে পারে।’ ২০১১ সালে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হন। তারপর মেট্রোর কাজে রাজ্যের অবদানের কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ‘পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আমি প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে অংশ নেওয়ার অতিরিক্ত সুযোগ পেয়েছি। রাজ্যের তরফে আমি বিনামূল্যে জমি, রাস্তা তৈরি করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। গৃহস্থালদের পূর্ববাসিনের ব্যবস্থা করেছি। প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে সর্বাঙ্গিক সহায়তা নিশ্চিত করেছি। আমাদের মুখ্যসচিবরা এর বাস্তবায়নে সংস্থাগুলির সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করেছেন। রেলমন্ত্রী হিসেবে আমি যে পরিকল্পনা করেছিলাম, সেগুলির বাস্তবায়নও আমি অংশগ্রহণ করেছি।’ শেষে তিনি লেখেন, ‘মেট্রো পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ আমার জন্য একটি দীর্ঘ যাত্রা ছিল। আজ আমাকে কিছুটা নস্টালজিক হতে দিনা।’ এদিন আবার রাজ্য সিপিএমের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় বলা হয়, ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো করিডর পূর্বতন বামফ্রন্টের সরকারের দুরদর্শিতার ফল। সোশ্যাল মিডিয়ায় সিপিএম লেখে, ‘কলকাতার ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো করিডর- বামফ্রন্ট সরকারের দুরদর্শী পরিকল্পনার ফসল। ২০০৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়, রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী, সাংসদ সুধাংশু শীল, অমিতাভ নন্দী, তডিৎবরগর তোপদার, মহম্মদ সেলিম-সহ বহু বিশিষ্ট মানুষের উপস্থিতিতে এই প্রকল্পের শিলান্যাস হয়।’

বাংলার ভদ্রলোকদের বলছি, তৃণমূলকে বিদায় দিন মোদি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ আগস্টঃ বাংলায় বিধানসভা ভোটের এখনও ৮ মাস বাকি। তার আগে গত চার মাসের মধ্যে এই নিয়ে তৃতীয় বার সফরে এলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবং এখন থেকেই একটা বিকল্প উন্নয়নের মডেল দেখাতে শুরু করে দিলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী যে তার বক্তৃতায় সরসারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম মুখে আনবেন না তা আগেই লেখা হয়েছিল। সেটাই হয়েছে। তবে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে চড়া স্বরে আক্রমণকে ছাড়েননি প্রধানমন্ত্রী। বাংলার ‘ভদ্রলোকদের’ উদ্দেশে তাঁর স্পষ্ট আহ্বান- তৃণমূলকে বিদায় দিন। ওরা থাকলে বাংলার ভাল হবে না। প্রধানমন্ত্রী এদিন অভিযোগ করেন, দিল্লি থেকে বাংলার উন্নয়নের জন্য পাঠানো টাকা রাজ্যের সাধারণ মানুষের জন্য খরচ হয় না, সেই টাকা লুট হয়ে যায়। দিল্লির পাঠানো টাকা সাধারণের জীবন সুগম ও সহজ করতে খরচ হয় না, তা খরচ হয় তৃণমূলের ক্যাডারদের জন্য। তিনি বলেন, ‘অন্য রাজ্যে স্মার্ট সিটি মিশন, পরিকাঠামো উন্নয়ন এগোচ্ছে। কিন্তু বাংলায় তৃণমূল সরকার কেন্দ্রের প্রকল্প আটকে দিচ্ছে। প্রশ্ন হল, বাংলার ভদ্রলোকরা কি এমন রাজনীতি চান?’ মোদি স্মরণ করান, স্বাধীনতার পর কংগ্রেস ও বামদলের দীর্ঘ শাসনের পরে মানুষ ২০১১ সালে ‘মা-মাটি-মানুষ’-এর ওপর ভরসা রেখেছিল। কিন্তু তাঁর দাবি, পরিস্থিতি আগের চেয়েও খারাপ হয়েছে। ভর্তি দুর্নীতি থেকে মহিলাদের ওপর অত্যাচার, অপরাধ থেকে কৃষক-অবহেলা-প্রতিটি ক্ষেত্রেই তৃণমূল সরকারের

বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ‘‘বাংলা কাজ চায়, বাংলা মেয়েদের সুরক্ষা চায়, কৃষকদের সম্মান চায়। অপরাধীদের জায়গা সরকার নয়,

প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। তাঁর দাবি, ‘‘বিকশিত বাংলা মোদির গ্যারান্টি।’’ অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য তুলে ধরে মোদি কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন। তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেস

কৃষকদের জমি দখল করছে, মা-বোনেরদের উত্তাক্ত করছে। বাংলার ডেমোগ্রাফি পাল্টে যাচ্ছে। বিজেপিই এই অনুপ্রবেশ রুখতে পারবে।’’ তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল-কংগ্রেস ও

তাঁর কটাক্ষ- ‘‘তৃণমূল আইন মানে না, সংবিধান মানে না।’’ কলকাতা শহরে এই সভা নিঃসন্দেহে বিজেপির নির্বাচনী প্রস্তুতির অংশ। মোদি একদিকে আবেগের আবহ-



কলকাতার সম্প্রসারিত মেট্রো লাইনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সবুজ পতাকা নেড়ে উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। ছবি-সৌরভ ডত্ত

জেলে। এই পরিবর্তন আনতে পারে কেবল বিজেপি।’’ বিজেপি সরকার এলে বাংলায় শিল্পের নবজাগরণ হবে বলে আশ্বাস দেন মোদি। দমদম-সহ একাধিক শিল্পাঞ্চলকে ফের কারখানার শহর বানানো, মেট্রো ও রেলের নেটওয়ার্ক বাড়ানো, গঙ্গায় ব্রুক ট্যুরিজম ও হেরিটেজ ট্যুরিজমের বিকাশ ঘটানো, এবং তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি

সেনাকে বিদেশনির্ভর করেছিল, অথচ বিজেপি সরকার দেশীয় অস্ত্র দিয়েই পাকিস্তানকে শিক্ষা দিয়েছে। ইছাপুরে আধুনিক রাইফেল তৈরির প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, প্রতিরক্ষা শিল্প নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে, স্থানীয়দের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করছে। মোদির ভাষণের বড় অংশ জুড়ে ছিল অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, ‘‘অনুপ্রবেশকারীরা বাংলার চাকরি কেড়ে নিচ্ছে,

ইন্ডি জোটের কয়েকটি দল তুষ্টিবরণের রাজনীতিতে ডুবে রয়েছে। মোদি এদিন সংসদে আনা অ্যান্টি কোরাপশন বিলের প্রসঙ্গও তোলেন। তাঁর বক্তব্য, ছোট কর্মচারী ৫০ ঘণ্টা জেলে থাকলেই চাকরি যায়, অথচ মন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীর জেলে থেকেও পদ আঁকড়ে থাকেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি তৃণমূলের একাধিক মন্ত্রীর দুর্নীতির মামলা ও জেল যাত্রার প্রসঙ্গ টেনে আনেন।

কুমোরটুলির প্রতিমা, বড়বাজার-পার্কস্ট্রিটের কেনাকাটার ব্যস্ততা-তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে উন্নয়ন ও দুর্নীতিবিরোধী বার্তায় ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর বারবার উচ্চারিত স্লোগান- ‘‘বার্তা চাই, বিজেপি তাই’’- নির্বাচনী প্রচারের মূল মন্ত্র হিসেবেই সামনে আসছে। তৃণমূল সরকারকে সরিয়ে বিজেপিকে সুযোগ দেওয়ার আহ্বান, অনুপ্রবেশ ইস্যুতে সরাসরি অবস্থান

এবং শিল্প পুনর্জাগরণের প্রতিশ্রুতি-সব মিলিয়ে দমদমের সভা থেকে মোদির বার্তা স্পষ্ট-২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের দিকে এখনই ঝাঁপাচ্ছে বিজেপি। এদিন দমদমের সভামঞ্চে বক্তৃতা রাখার শুরুতেই মোদির মুখে উঠে আসে, দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির, কালীঘাট মন্দিরের কথা। কেবল তাই-ই কলকাতা ওলিগলিতে থাকা মন্দির, যেমন করুণাময়ী কালী মন্দির, দমদম বালাজি হনুমান সবার কথা উল্লেখ করলেন, সঙ্গে আবার টিকানা-রাস্তার নম্বর ধরেও। কৌশিকী অমাবস্যার বিকালে মোদি বললেন, ‘‘দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির ও কালীঘাট মন্দির, শ্রীশ্রী ১০৮ করুণাময়ী কালীমাতা মন্দির, দমদম বালাজি হনুমান, রামকৃষ্ণ সেবা মন্দির-এই সবস্থানে দেবী দেবতাদের আমার প্রণাম।’’ এর আগেও নির্বাচনের আগে বাংলার দুর্গাপূজাও একটি ‘রাজনৈতিক’ ইস্যু হয়ে উঠেছিল। আবারও মৌদির মুখে সেই কলকাতার দুর্গাপূজার কথা। বললেন, ‘‘এমন সময়ে আমি কলকাতায় এসেছি, যখন দুর্গাপূজার প্রস্তুতি হচ্ছে, কুমোরটুলিতে মা দুর্গার প্রতি মা তৈরি হচ্ছে। বড়বাজার থেকে পার্ক স্ট্রিট পর্যন্ত কলকাতা নতুন রঙে সাজছে। বিকাশের পর্বও মুক্ত হয়ে খুশি দ্বিগুণ হয়ে যায়।’’ কেবল মন্দির, মণিষী, দুর্গাপূজাই নয়, বাংলায় কথাও বললেন, নবজাগরণের কথা, নববিপ্লবের কথা! শ্যামাপ্রসাদের বাংলা ফিরিয়ে আনার কথা দিয়ে গেলেন, তবে তার জন্য আবেদন করলেন, বাংলার মানুষ যাতে ছাব্বিশের নির্বাচনে বিজেপিকেই আনে।

স্নাতকস্তরে ভর্তি নিয়ে সুখবর দিলেন শিক্ষামন্ত্রী, পড়ুয়াদের শুভেচ্ছা জানালেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ আগস্টঃ উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হয়েছে গত ৭ মে। তারপর কেটে গিয়েছে সাড়ে তিন মাস। কলেজে ভর্তি শুরু হয়নি। তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রাজ্যের শাসকদলকে বিধেয়ে বিরোধীরা। অবশেষে শুক্রবার ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে হাইকোর্টের নির্দেশে সুপ্রিম কোর্ট স্থগিতাদেশ দিতেই স্নাতকস্তরে কেন্দ্রীয় অনলাইন ভর্তির পোর্টালে মেধাতালিকা প্রকাশিত হল। সোশ্যাল মিডিয়ায় একথা জানান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। আজ থেকেই অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে বলে তিনি জানান। এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্রাত্য বসু লেখেন, ‘স্নাতকস্তরে কেন্দ্রীয় অনলাইন ভর্তির পোর্টালে আজ প্রথম মেধাতালিকা প্রকাশিত হল। আইনি জটিলতায় মেধাতালিকা প্রকাশ আটকে থাকায় ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের মতো আমরাও গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ছিলাম। মোট ৬ লক্ষ ৯ হাজার ৬৬৭ জন বৈধ আবেদনকারীকে আমরা ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ৪৬০টি কলেজের ৭ হাজার ২৬২টি বিষয়ের ৪ লক্ষ ২ হাজার ৫৫৭টি আসন আমরা প্রাথমিক তালিকায় বণ্টন করেছি। তাদের পছন্দের ভিত্তিতে।’ এরপরই তিনি বলেন, ‘আজ থেকেই কলেজগুলিতে অনলাইনে ভর্তি চালু হয়ে গিয়েছে। এই মেধাতালিকার ভিত্তিতে। প্রথম দফায়



যা ২৫ আগস্ট পর্যন্ত চলবে। স্নাতকস্তরে নতুন পথচলা শুরুর সন্ধিক্ষণে সকল ছাত্রছাত্রীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। স্বাধীন স্মরণ করে পথ চলা শুরু হোক তোমাদের।’ এই বছর উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে ৪ লক্ষ ৩০ হাজার ২৮৬ জন। পাশের হার ৯০.৭৯ শতাংশ। সাড়ে তিনমাস পরও স্নাতকস্তরে ভর্তি শুরু না হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন অভিভাবকরা। বিরোধীরাও রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করে। শিক্ষামন্ত্রী জানানো, আইনি জটিলতায় মেধাতালিকা প্রকাশ আটকে ছিল। অবশেষে সেই জটিলতা শেষে এদিন মেধাতালিকা প্রকাশিত হল। এখন দেখার, কতজন পড়ুয়া স্নাতকস্তরে ভর্তি হন। গত বছর বিভিন্ন কলেজে আসন খালি ছিল। এবার সেই রকম পরিস্থিতি তৈরি হয় কি না, সেটাই দেখার।

‘কেন জমি দিচ্ছে না সেটা তারাই বলতে পারবেন’ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও রাজ্যের উপর তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ মেট্রো কর্তার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ আগস্টঃ প্রধানমন্ত্রী আসার আগেই চিৎডিহাটার কাজ না হওয়া নিয়ে রাজ্যের উপর ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন। এবার তিন রুটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ কলকাতা মেট্রো জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি। স্পষ্ট বললেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রীর হাতে উদ্বোধন হল। কিন্তু রাজ্য সরকার যদি আমাদের জমি দেয়, তাহলে আমরা কলকাতা বিমানবন্দর পর্যন্ত বাকি প্রকল্প ৯ মাসে করতে পারব। রাজ্য সরকারের ওপর নির্ভর করছে তারা কী করবে।’’ প্রসঙ্গত, বিগত কয়েক মাস আগেও বারবার মেট্রো সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে নানা জটের কথা উঠে এসেছে। শেষ পর্যন্ত বেলেঘাটা পর্যন্ত কাজ শেষ করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু, এখনও চিৎডিহাটার কাজ বাকি রয়ে গিয়েছে। কয়েকদিন আগেই এ নিয়ে আক্ষেপ করতে দেখা গিয়েছিল মেট্রো রেলের জেনারেল

ম্যানেজারকে। রীতিমতো ক্ষোভের সূত্র বলেছিলেন, ‘‘চিৎডিহাটার মাত্র ৩৬৬ মিটার এবং নব দিগন্ত থেকে সিটি সেন্টার পর্যন্ত মেট্রো প্রকল্পের জন্য যে জমি প্রয়োজন ছিল তা

কার্যত একই লাইনে হেঁটে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গেল মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজারকে। এদিনও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘‘আমরা চাই দ্রুত কবি



বারবার আবেদন করা হলেও রাজ্য ফেরা।’’ তাঁর দাবি, এই জমি যদি পাওয়া যেত তাহলে এই অংশের কাজ শেষ হয়ে কবি সুভাষ-জয়হিন্দ মেট্রো স্টেশন বা কলকাতা বিমান বন্দর মেট্রো করিডরের অনেকটা অংশেরই উদ্বোধন করা সহজ হয়ে যেত। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও

সুভাষ থেকে কলকাতা বিমানবন্দর পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা এবং বারাসাত পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা চালু থাকুক। রাজ্য সরকার কেন জমি দিচ্ছে না সেটা তারাই বলতে পারবেন। আমাদের তরফে বারবার করে রাজ্য সরকারের কাছে জানানো হয়েছে, কিন্তু তারপরও ফেরা।’’

ফের এসআইআর নিয়ে চিঠি এল বাংলায়, দেওয়া হল ডেডলাইন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ আগস্টঃ বিহারের পর যে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় পরিমার্জন শুরু হবে, তা অকরকম নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। জল্পনা আগে থেকেই ছিল। এবার ফের এল চিঠি। গত ৫ আগস্ট একটি চিঠি পাঠানো হয়েছিল মুখ্য নির্বাচনী

শূন্যপদ পূরণ নিয়ে কার্যকরী রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ। ২৯ আগস্ট বিকেল পাঁচটায় রিপোর্ট দেওয়ার



নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় কমিশনের। গত রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার

জানান, এই সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেননি। পশ্চিমবঙ্গ বা দেশের অন্য কোনও রাজ্যে কবে থেকে ভোটার তালিকার বিশেষ ও নিবিড় পরিমার্জন শুরু হবে, তা পরবর্তী কালে সঠিক সময়ে ঘোষণা করে দেওয়া হবে। এর আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইনজীবী গোপাল শঙ্কর নারায়ণ সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর সংক্রান্ত মামলার সুনানিতে গত ৮ আগস্ট রাজ্যকে চিঠি দিয়ে কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে শুরু হতে চলছে এসআইআর। রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা না করেই কীভাবে এই প্রক্রিয়া শুরুর দিকে এগোচ্ছে কমিশন, তা নিয়ে প্রশ্নও তুলেছিলেন রাজ্যের আইনজীবী।

রাজ্য জয়েন্টের ফল প্রকাশিত মেধাতালিকায় প্রথম পার্ক সার্কাস ডন বঙ্কোর অনিরুদ্ধ, অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ আগস্টঃ আদালতের হস্তক্ষেপে অবশেষে স্থিতি। দীর্ঘ আইনি জটিলতার পর রাজ্য জয়েন্টের ফল প্রকাশিত হল আজ। মেধাতালিকায় প্রথম পার্ক

সার্কাস ডন বঙ্কোর অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী। দ্বিতীয় নদিয়ার কল্যাণী সেন্ট্রাল মডেল স্কুলের সামাজ্যোতি বিশ্বাস এবং তৃতীয় হয়েছেন কলকাতার রুবি পার্ক দিল্লি পাবলিক স্কুলের দিশান্ত বসু। এ বার জয়েন্ট এন্ট্রিপের ফল প্রকাশে দেরির মূল কারণ ছিল ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত মামলা। বোর্ড ইতিমধ্যেই ৫ জুন ফল প্রকাশের সব প্রস্তুতি সেরে রেখেছিল। কিন্তু মামলাটি কলকাতা হাইকোর্টে ওঠার পর থেকেই জটিলতা তৈরি হয়। অবশেষে সোমবার সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের রায়ের উপর স্থগিতাদেশ জারি করে। আদালতের সেই নির্দেশ মেনে ১১৭ দিন পর ২২ আগস্ট ফল প্রকাশ করল জয়েন্ট এন্ট্রিপ এগজামিনেশন

বোর্ড। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জয়েন্টে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছেন, ‘রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রিপে সফল সকল

প্রস্তুতি নাও। আইনি জটিলতার কারণে এ বছর ফল প্রকাশে কিছুটা দেরি হয়েছে। তবে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, প্রতিকূলতা সত্ত্বেও



পরীক্ষার্থীকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাই। পাশাপাশি তাঁদের অভিভাবক ও শিক্ষকরাও অভিনন্দনের দাবিদার। যাঁরা প্রত্যাশিত ফল পাননি, তাঁদের বলব মন খারাপ না করে আরও ভাল ভবিষ্যতের জন্য নতুন করে

তোমরা আরও বড় সাফল্য অর্জন করবে এবং বাংলার সম্মান উজ্জ্বল করবে।’’ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশ্চাত্য পোস্ট করে শুভেন্দু অধিকারী লিখেছেন, ‘এত দেরি করে ফল প্রকাশ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর জন্য।’ আইনি জট্ট জয়েন্ট এন্ট্রিপের ফল

এতটা পিছিয়ে যাওয়ায় সমস্যা পড়তে পারেন পড়ুয়ারা। দীর্ঘদিন ধরে ভর্তি আটকে থাকায় অনেকেই কলেজে ভর্তি হতে পারেননি। অনেকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ভিন্নরাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, শিবপুর সহ সব জায়গায় ভর্তি প্রক্রিয়া আটকে ছিল। এখনও কাউন্সেলিং-এর সময় জানানো হয়নি, তবে শীঘ্রই তা প্রকাশ করবে বোর্ড। আদালতের নির্দেশ ছিল, পুরনো ভর্তির বিজ্ঞপ্তি মেনে ৭ শতাংশ সংরক্ষণই দিতে হবে। ২০২৪ সালে মামলা হওয়ার আগে ৭ শতাংশই সংরক্ষণ ছিল। কিন্তু এখন রাজ্য সরকার ১৭ শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণ করতে চায় ২০২১ সালের ওবিসি সংশোধনের নিয়মে। তাতে আপত্তি ছিল হাইকোর্টে। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি বিহার গাভাইয়ের বেঞ্চ কলকাতা হাই কোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ দিয়েছে।

এসএসসি পরীক্ষার তোড়জোড় শুরু, বৈঠকে সারলেন মনোজ পন্ড

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ আগস্টঃ চাকরিহারাণের একাংশের আবেদন শুনে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, নিয়োগের প্রক্রিয়ার সময়সীমা বাড়াতে হবে। প্রয়োজনে পরীক্ষার দিন বদল করার কথা রাজ্য ভাবতে পারে বলেও উল্লেখ করেছে শীর্ষ আদালত। প্রাথমিকভাবে ৭ ও ১৪ সেপ্টেম্বর পরীক্ষার দিন ধার্য করা হয়েছে। আপাতত সেই দিন বদল হচ্ছে না বলে নবাব সূত্রে খবর। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, ৭ সেপ্টেম্বর নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নেবে স্কুল সার্ভিস কমিশন। এছাড়া আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর হবে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা। দু’দিনের পরীক্ষায় অংশ নিতে চলেছেন মোট ৫ লক্ষ ৮০ হাজার পরীক্ষার্থী। শুক্রবার পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে নবাব জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারদের নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্যপরিবহণ মন্ত্রী প্রশাসনিক সূত্রের খবর, জেলা প্রতি একজন অতিরিক্ত জেলাশাসক

পদমর্যাদার আধিকারিককে পুরো পরীক্ষার তত্ত্বাবধানে রাখা হবে। এছাড়া প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত থাকবেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট



পদমর্যাদার সরকারি আধিকারিক। তাঁর দায়িত্বেই নজরদারি চলবে। সুপ্রিম কোর্ট বৃহস্পতিবার মৌখিক নির্দেশে জানিয়েছিল এসএসসি মনে করলে পরীক্ষা পিছিয়ে দিতে পারে। কিন্তু বর্তমান

পরিস্থিতিতে তা সম্ভব নয় বলেই মনে করছে রাজ্য প্রশাসন। আদালতের নির্দেশ মেনে আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে হলে সেপ্টেম্বরের নির্দিষ্ট দিনেই পরীক্ষা নিতে হবে বলে প্রশাসনিক কর্তারা মনে করছেন। সেপ্টেম্বরের শেষে দুর্গাপূজার ছুটি রয়েছে। ফলে পরীক্ষার দিন পিছনো হলে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার ফল প্রকাশ এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে আরও কয়েক মাস সময় লেগে যাবে। চাকরিহারীদের একাংশ বলি করছেন, তারা সুপ্রিম কোর্টে পুনর্বিবেচনার আর্জির রায়ের অপেক্ষায় ছিল, তাই ফর্ম ফিল আপ করেনি। শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, অযোগ্য নয়, এমন সব প্রার্থীদের বসার সুযোগ দিতে আরও ১০ দিন আবেদনের সময়সীমা বাড়াতে হবে। পাশাপাশি মৌখিক নির্দেশ ছিল, প্রয়োজন পরীক্ষা পিছিয়ে দিতে পারে এসএসসি বা রাজ্য।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ,দৈনিক সংখ্যা, ২৬২, শনিবার, ৬ ভাদ্র ১৪৩২

সানাই শিল্পী বিসমিল্লা খান

স্বাধীনতার পর প্রথম প্রজাতন্ত্র দিবস। জওহরলাল নেহেরু ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে অনুরোধ করলেন প্রজাতন্ত্র দিবসের পদযাত্রায় সানাই বাজানোর জন্য। প্রথমই নাকচ করে দিলেন। বললেন,একমাত্র মহরমের দিন ছাড়া আমি দাঁড়িয়ে সানাই বাজাই না। নেহেরু দিনটির গুরুত্ব বুঝিয়ে আবার অনুরোধ করায় রাজি হলেন। খাঁ সাহেব ভাবনায় পড়লেন, কী বাজানো যায়! হঠাৎ বেনারসের ঘাটে মাঝিদের গানের সুর কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেললেন কী সুর বাজাবেন। সেদিন বাজালেন গঙ্গা দুয়ারে বানাইয়া বাজে। সানাইয়ের সুরে সেদিন দেশবাসীর কাছে দরিद्र শ্রমজীবী মানুষের মোঠা সুর পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। ব্রিটিশ ভারতে গোড়া মুসলিম পরিবারে জন্ম। জন্মদও নাম ‘কামরুদ্দিন’। কিন্তু পুত্রসন্তান হওয়ায় সানাইবাদক ঠাকুরদা বলে ফেলেন বিসমিল্লা.! অর্থাত্‌, আল্লাহর নামে। সেই থেকেই তিনি ‘বিসমিল্লা’। মাত্র ৬ বছর বয়সে বারাগসীতে চলে এসেছিলেন। মামা আলি বক্স ‘বিলায়েতু’ খান ছিলেন কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের সানাইবাদক। তাঁর কাছেই সানাই শেখা শুরু বিসমিল্লার। তাঁর সঙ্গে মাত্র ১৪ বছর বয়সে‘ইলাহাবাদমিউজিক কনফারেন্স’-এ যান।কিশোর সানাইবাদক বিসমিল্লা। সকালে রোজ গঙ্গাস্নান করতেন। দিনে পাঁচ বার নামাজ পড়তেন। তার পর সন্ধ্যায় রোজ বালাজি মন্দিরের চাতালে রেওয়াজ করতেন। কখনও দাঁড়িয়ে সানাই বাজাতেন না। শুধু বছরে এক দিন। মহরমের দিন। ওই একটা দিন তিনি রাত্তায় বেরিয়ে কোনও রাগ বাজাতেন না, বাজাতেন বিলাতগীতি (নৌহা উ প্রতিটি অনুষ্ঠানে ‘রঘুপতি রাঘব’ অবধারিত ছিল। রাধাকৃষ্ণের লীলা পরিবেশন করতে করতে তিনি বলতেন,- বাজতে বাজতে নটটা আমার বৃন্দাবনে চলে যায়। সঙ্গীত, সুরের সেই পরিবেশন তখন আর শুধু পারফরম্যান্স থাকত না, হয়ে উঠত মানবন্দর্ন। শৈশবের কথা বলতে গিয়ে বলতেন, প্রতিদিন ভোরবেলা গঙ্গায় স্নান করে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তাম। তারপর বালাজি মন্দিরে গিয়ে সারাদিন সানাই বাজতাম। কই, কোনোদিন তো অসুস্থিধা হযনি। ৯২ বছর বয়সে প্রয়াত হন বিসমিল্লাহ খান। তাঁর প্রয়াণে একদিন জাতীয় শোক ঘোষণা করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। তাঁর দম্বর দেহ সমাধিস্থ করা হয়েছিল বারাগসীর ফতেহমান গোরস্থানে। ভারতীয় সেনা একুশ তোপধ্বনিতে বিদায় জানিয়েছিল বৃক্স সানাইবাদককে। বিসমিল্লার সঙ্গেই মাটি দেওয়া হয়েছিল তাঁর প্রিয় একটি সানাইকেও।তিনি বলতেন,‘বিভিন্ন ধরানা থেকে ফুল তুলে এনে আমার সানাইয়ে ভরে দিহ। তৈরি হয় সুরের গুলদস্ত। সঙ্গীত জগতের তীর্থস্থান হচ্ছে বেনারস। বেনারসের শাড়ি যেমন বিখ্যাত সেইরকম এখানকার শিশু সংস্কৃতিও বিখ্যাত। বিসমিল্লা খানকে চেনে না এই রকম লোক পৃথিবীতে কুবই কম আছে। তাঁকে দেখার জন্য এবং তাঁর সানাই শোনার জন্য সারা পৃথিবীর সঙ্গীত পিপাসুরা এসে বেনারসে ভীড় করতো। তিনি যখন সকাল বেলায় গঙ্গার বুকে বসে সানাইয়ের সুর বোল ধরনের তার সুর ছিল একেবারে মারকতায় পরিপূর্ণ। সেই সুরের মাদকতাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নেওয়ার জন্য লক্ষ টাকার ব্যয় করে বেনারসে এসে উপস্থিত হতো ভিন দেশীরা। স্বদেশি ভক্তের সংখ্যা কম ছিল না। বিসমিল্লার সনাই না হলে উৎসব সার্থকতা লাভ করে না।

ইন্দিরা দেবী

সংস্কৃতির বাহক ও ঐতিহ্যবাহী পরিবার বিখ্যাত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের কন্যা এই ইন্দিরা দেবী। ১৮৭৩ সালে বিখ্যাত ঠাকুর বংশে যার জন্ম। মা জ্ঞানদানন্দিনী ছিলেন একজন বিদুযী নারী এবং উপমহাদেশের নারী জাগরণের অগ্রদূত। বাবা ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পিতামহ মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন প্রবুৎ মেধাবী এবং বিদ্যারাগী। ইন্দিরা দেবী ঠাকুর পরিবারে মেয়েদের মধ্যে ছিলেন প্রথম বিএ পাস করা কন্যা। ১৮৯২ সালে বিএ পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করেন তিনি। তার মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘পদ্মাবতী’ পদক লাভ করেন। ইন্দিরা দেবী একাধারে ছিলেন সংগীতশিল্পী, লেখক, অনুবাদক, সমাজ স্ফন্দারক। ছোটবেলা থেকেই তিনি তার সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় দিয়ে এসেছিলেন। অবশ্য তা না হলে কবিগুরু ইন্দিরাকে যে ভাষায় পত্র লিখতেন তার রস আবাদন করতে হয়তো পারতেন না ইন্দিরা দেবী। অল্পবয়সেই ইন্দিরা দেবী একজন অনুবাদক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি থেকে অনেক পত্রিকা বের হতো। একমই এক পত্রিকা ‘বালক’ ছিল রবীন্দ্রনাথ দ্বারা পরিচালিত এবং মাতা জ্ঞানদানন্দিনী দ্বারা সম্পাদিত। ইন্দিরা দেবী প্রথম ‘পদ্মাবতী’ পত্রিকার সংগীতসংব্রের মুখপাত্র রূপে যোগদান শিখে রেনে গ্রন্থসের ভারতবর্ষ,পিয়ের লোতির কমল কুমারিকাশ্রম এবং মাদাম লেভির ভারতভ্রমণ কাহিনী অনুবাদ করেন। চাচা রবীন্দ্রনাথেরও অনেক কবিতা, প্রবন্ধ, গল্পসহ জাপানযাত্রীর ডায়েরী ‘রইহেজি অনুবাদও তিনি প্রকাশ করেন। ইন্দিরা দেবীর সবথেকে বড় পরিচয় তিনি একজন অনুবাদক। ইন্দিরা দেবী পিয়ানো, বেহালা, সেতারবাদন এবং রবীন্দ্রসংগীতে পারদর্শী ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে সুরকার এবং গীতিকার। রবীঠাকুরের ‘স্বরলিপি’ রচনা তার এক অমর কীর্তি। তাছাড়াও ‘কালমুগা’, ‘ভানুসিংহের পদাবলী’, ‘মায়ার খেলা’ প্রভৃতিসহ আরও দুশো রবীন্দ্র সঙ্গীত তিনি রচনা করেছেন। এছাড়াও চাচার বহু স্বরলিপি গ্রন্থের সম্পাদক ছিলেন ইন্দিরা দেবী। তার দেওয়া সুরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক সংগীত রচনা করেছেন। নারীমণ্ডলের সংগীতসংব্রের মুখপাত্র ‘অনন্দ সংগীত’ পত্রিকার তিনি ছিলেন অন্যতম যুগ্ম সম্পাদিকা। রবি ঠাকুরের মৃত্যুর পর তিনি শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



শিক্ষার প্রসার ঘটলে যুবকেরা বিপাকে যাবে না। তিনি বলতেন, শিক্ষা প্রসার ঘটতে হবে। শিক্ষার প্রসার যত ঘটবে তত মেধা যুবক

ভগিনী নিবেদিতা



অধর্মের পরাজয় সুনিশ্চিত। ধর্ম সব সময়ে জয়ী হয়। অধর্মের পরাজয় ঘটে। অধর্মকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোকে পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ

করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে জ্ঞানের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে।বিপদেরসঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জয়ী হওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত শক্তি সঞ্চয় করুন।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ইউরোপের প্রতি আকৃষ্ট হলেও পুত্র দেবেন্দ্রনাথ মধ্য প্রাচ্যকে গ্রহণ করেন

বিশেষ প্রতিবেদক

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপনিষদের আলোকে ষষ্ঠা ও সৃষ্টির মধ্যে যে ঐক্য খুঁজে পেয়েছিলেন তা তাঁকে সর্বধর্মের মধ্যে মিলনের পথরেখা সন্ধানে ব্রতী করেছিল এবং তিনি পারস্যের কবি সাদি- হাফেজ-খৈয়ামের মধ্যে, তাঁদের সুফি জীবনদর্শনে, এর নানা পরিচয় খুঁজে পেয়ে



ছিলেন। সাদী ও হাফেজের প্রতি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ অনুরাগ ছিল, পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সে-সম্পর্কে বিলক্ষণ অবহিত ছিলেন। কেবল অবহিত নয়, তাঁর নিজের জীবনচেতনা বিকাশ তথা জীবনদেবতার ধারণা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই দর্শনের ছিল বিশেষ ভূমিকা।পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে উত্তরকালে পুত্র রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘বৈষ্ণব ধর্মমত ও পদাবলী আমার পিতার হৃদয়কে অধিকার করে নাই, সে আমি জানি। তাহার রসভোগের সখা ছিলেন হাফেজ। তিনি নিজের কাব্যরচনা করিতে পারেন নাই, তাহার সেই আকাশগঙ্গা মিটায়াই ছিলেন হাফেজের গান। উপনিষদ তাহার ক্ষুধা মিটাইত, আর হাফেজ তাহার তৃষ্ণা দূর করিয়াছিল। পরিণত জীবনে ১৯৩২ সালে রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে পৌঁছেছিল পারস্যের ডাক। তখন তাঁর বয়স সত্তর পেরিয়েছে, মন সজীব রইলেও শরীর অশক্ত, তদুপরি রয়েছে যাত্রাপথের বিভ্রম্বনা। তবুও তিনি যে সে ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন তার পেছনে ছিল স্বভাবের তাড়না, হেথা নয় তদুপরি রয়েছে যাত্রাপথের সন্দর্ভ। তাঁর ধর্মনীতিে স্পন্দন তুলেছে। আরো ছিল পশ্চিম এশিয়াকে জানবার সুযোগ গ্রহণ, তবে সবচেয়ে বড়ভাবে ছিল সাদী ও হাফেজের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন, যে-হাফেজের দিওয়ান তারপির শিরাজ হয়ে পৌঁছবেন তেহরান। বিমানযাত্রা এর আগে রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন, সে ছিল

যেদিন ইরান পৌঁছতে পারবেন। তিনি বলেছেন, বিশেষ করে আমার অসমী আকাশ্কা ছিল ইরানের জ্ঞান-বিজ্ঞান জগতের স্বনামধন্য ব্যক্তিদের জানাবা চিনবো। এ-কারণে শিরাজ গোঁছায়া আমি গেছি হাফেজও সাদীর সমাধি পরিদর্শনে। পরে পারস্য ভ্রমণের বুজাস্তদানকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, আমার পিতা ছিলেন হাফেজের অনুরাগী ভক্ত। তাঁর মুখ থেকে হাফেজের কবিতার আবৃত্তি ও তার অনুবাদ অনেক শুনেছি। সেই কবিতার মাধুর্য দিয়ে পারস্যের হৃদয় আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল।

কিশপরিব্রাজক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ বিদেশযাত্রা ছিল পারস্য ভ্রমণ। যখন নিমন্ত্রণ পেলেন পারস্যরাজের কাছ থেকে তখন তাঁর মনে হয়েছিল এ নিমন্ত্রণ অস্বীকার করা অকর্তব্য হবে। কেননা এমনটা মনে হয়েছিল সেটা অবশ্য তিনি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেননি, তবে হাফেজ-দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্ক-সূত্রের কথা মনে রাখলে আমরা বুঝতে পারব তার পক্ষ থেকে হাফেজের কবির শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের সুযোগ নেওয়া থেকে তিনি বিরত হতে চাননি।শারীরিক যিঘ্নতার কারণে স্থির হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ বিমানে যোবেন বৃশ্রা, তারপর শিরাজ হয়ে পৌঁছবেন তেহরান। বিমানযাত্রা এর আগে রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন, সে ছিল

ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম, তবে এবারকার অভিজ্ঞতা ছিল আলাদা এবং এর সবিতার বিবরণ রয়েছে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত ‘পারস্যে’। বিমানযাত্রার এক অসাধারণ উপ লব্ধি অর্জন করেছিলেন কবি, কোনো ভাববাধী আকাশচারী চিন্তা নয়, আকাশ থেকে মারণের অস্ত্র ছুঁড়ে মানবহত্যার মধ্যে সভ্যতার পতনের যে উপাদান রয়েছে তা রবীন্দ্রনাথকে শিহরিত করেছিল। বাগদাদে ছিল ব্রিটিশদের বিমান ঘাঁটি, যুদ্ধ ও বোমারু বিমানের সমাহার। সেখানকার খ্রিস্টান ধর্মযাজক রবীন্দ্রনাথকে জানিয়ে ছিলেন এখানকার কোন শেখদের গ্রামে তাঁরা প্রতিদিন বোমাবর্ষণ করছেন। এইবিবরণ রবীন্দ্রনাথকে সভ্যতা ও বিজ্ঞানের আরেক পীঠের কৃষ্ণ-বাস্তবতার চেহারা দেখিয়েছিল, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষ মানুষকে হত্যা করছে, তবে সেখানে হত্যার কোনো রক্তচিহ্ন হত্যাকারী দেখছে না, নিহত মানুষ থাকছে তার দৃষ্টিসীমার বাইরে, বাজতে কিছুই দেখছে না হত্যাকারী এবং হত্যাকাণ্ড পরিচালনা হয়ে উঠেছে সহজ স্বাভাবিক।উর্ধ্বলোক থেকে বোমাবর্ষণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, সেখানে আবাল বৃদ্ধবনিতা যারা মরছে তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উর্ধ্বলোক থেকে মার খাচ্ছে। এই সাম্রাজ্যনীতি ব্যক্তি বিশেষের সভ্যকে অস্পষ্ট করে দেয় বলেই তাদের মারা এতো সহজ। উড়ে জাহাজ থেকে এইসব মরুভারীমের মারা যায় এত অভ্যস্ত সহজে,ফিরে মার খাওয়ার আশঙ্কা এতক কম যে, মারের বাস্তবতাও তাতে ক্ষীণ হয়ে আসে। যাদের অতি নিরাপদে মারা সম্ভব মারওয়ালারের কাছে তারা যথেষ্ট প্রতীয়মান নয়। এই কারণে পাশ্চাত্য হননবিদ্যা যারা জানে না তাদের মানবসত্তা আজ পশ্চিমের অস্ত্রীদের কাছে ক্রমশই অত্যস্ত বাঁপসা হয়ে আসছে।

প্রাচ্যের মানুষদের হত্যা শক্তিমত্ত পশ্চিমের কাছে মানবিক মাত্রা নিয়ে দেখা যায় না, কেননা তারা অনেক দূরের, প্রায় যেন বাঁপসা, দৃশ্য গোচর নয়, মানুষই বুঝি নয়। মনে হতে পারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বুঝি আজকের ইরাক এবং মধ্যপ্রাচ্যের বাস্তবতা স্মরণ করে এই কথাগুলো বলছেন। আত্মঘাতী হানাহানিতে রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে আরবভূমি, এর পেছনে আছে লোভ-লালসায় পরিপূর্ণ পাশ্চাত্য দেশসমূহ, তেল সম্পদের ওপর একচেটিয়া অধিকার কায়েমের প্রয়াস। এই প্রচেষ্টায় আকাশ থেকে নেমে আসছে মৃত্যুদূত, সেই প্রক্রিয়া আরো আধুনিক শীতল ও অদৃশ্য মারফযন্ত্র করে তুলেছে ড্রোন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, হত্যাকাণ্ড যখন ভিডিও

গেমের মতো মামুলি হয়ে উঠেছে।

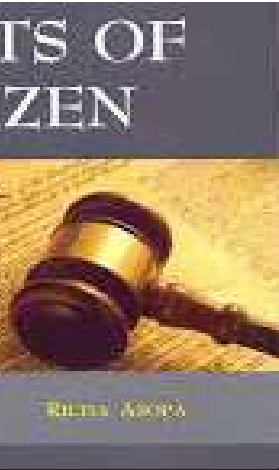
পারস্য সফরে শিরাজে হাফেজের সমাধিতে শ্রদ্ধার্থ্য অর্পণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্য হয়েছিল স্মরণীয় অভিজ্ঞতা এবং এরও রয়েছে সমকালীন তাৎপর্য। হাফেজের সমাধিতে যাওয়ার পূর্বে স্থানীয় গবর্নরের সঙ্গে আলোচািরিতায় রবীন্দ্রনাথ জানতে চেষ্টা করেন ইরানের সামাজিক-রাষ্ট্রনৈতিক হালচাল। ইরান-অধিপতি রেজা শা একদা ছিলেন কসাক বাহিনীর সেনাপতি, পাশ্চাত্যের শিক্ষা তিনি পাননি, এমনকি মাতৃভাষাওে সুশিক্ষিত নন। তারপরও, কেবল যে বিদেশীর কবল থেকে তিনি পারস্যকে বাঁচিয়েছেন তা নয়, মোল্লাদের-আধিপত্যজালে দুর্দৃষ্ট পারস্যকে মুক্তি দিয়ে রাষ্ট্রতন্ত্রকে প্রবল ও অচল বাধা থেকে উদ্ধার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিচ্ছেন এই আলোচনাকালে তাঁর মনে পড়েছিল মোগল বাদশাহ আকবরের কথা। রবীন্দ্রনাথ যে নিছক উপনিষাদে নিমজ্জিত ছিলেন না, মধ্যযুগের ভারতে স্ব-শিক্ষিত সন্তা আকবরের সর্বধর্ম বাদী সাধনা সম্পর্কেও ছিলেন সন্ম্বাকভাবে অবহিত, তার প্রতিফলন এখানে মেলে। গবর্নরের কাছে আক্ষেপ করে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, দুর্ভাগা ভারতবর্ষ, জটিল ধর্মের পাকে আপাদমস্তক জড়ীভূত ভারতবর্ষ। অন্ধ আচারের বোঝার তলে পঙ্গু আমাদের দেশ, বিধিনিষেধের নিরর্থকতায় শত ধাবিভক্ত আমাদের সমাজ।

গবর্নরের সঙ্গে প্রীতি-বিনিময় ও আলোচনা শেষে রবীন্দ্রনাথ যান হাফেজের সমাধি-দর্শনে। সেখানকার রীতি অনুসারে দর্শনাধীীর সামনে মেলে চায়া হয় হাফেজের দিওয়ানের চিত্রাখচিত অলঙ্কৃত বিশালাকার গ্রন্থ। মনে মনে কোনো বাসনা পোষণ করে খুলতে হয় গ্রন্থের পৃষ্ঠা, উন্মোচিত সেই রচনা থেকে মিলবে ইচ্ছা পূরণের সূত্র, এমনি বিশ্বাস স্থানীয় সমাজে প্রচলিত। রবীন্দ্রনাথও মনে মনে একটি আশঙ্কায় কিঞ্ছপাননি। তিনি লিখেছেন, পাশ্চ্য আগেই গবর্নরের সঙ্গে যে বিষয় আলোচনা করছিল সেইটেই মনে ফিরে আসে। তাই মনে মনে ইচ্ছে করলুম ধর্মনামধারী অন্ধতার প্রাণান্তিক ফাস থেকে ভারতবর্ষ যেন মুক্তি পায়। হাফিজকে বিবচিত্তে কোন আলোড়ন তুলে ছিল তা অনুমান করাও দুঃসাধ্য। দুই কালের দুই কবি মানবধর্মের সারসভা খুঁজে ফিরেছেন ষষ্ঠা ও সৃষ্টির একাত্মতার মধ্যে। জীবনের সত্যরূপ সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ জীবদ্দশের তাককে করেছিলেন আরাধ্য দেবতা।

নাগরিক অধিকার যত দৃঢ় হবে ততই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পোক্ত হবে

বিশেষ প্রতিবেদক

বিরোধী রাজনীতি নাগরিক অধিকার রক্ষার শেষ প্রহরী। গণ তন্ত্র মানে শুধুমাত্র ভোট দেওয়া বা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতায় আনাই নয়। গণতন্ত্রের মূল শক্তি নীতির ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তারা সরকারের কর্মকাণ্ড মনিটর করে, প্রয়োজনে নীতি-প্রস্তাবের প্রতি সমালোচনা ও সংশোধনমূলক পদক্ষেপের আহ্বান জানায়। একটি শক্তিশালী বিরোধী দল কেবল সমালোচনা করাই নয়, বরং



পড়তে পারে, সেই ক্ষেত্রে বিরোধী রাজনীতি নাগরিকদের সুরক্ষা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করারশেষ প্রহরী হিসেবে কাজ করে। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, যেখানে একপক্ষীয় শক্তি দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতায় থাকে, সেখানে নানা ধরনের নীতি ও প্রক্রিয়া নাগরিকদের স্বাভাবিক অধিকারকে হুমকির মুখে ফেলেছে। স্বাধীনতার পর থেকে আমরা দেখেছি, কখনো বাকস্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা, কখনো স্থানীয় জন স্বার্থের উপেক্ষা, আবার কখনো

সুজনশীল প্রস্তাবনা দিয়ে সরকারের নীতিকে জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক নীতির ক্ষেত্রে, নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নীতির প্রয়োগে বিরোধী রাজনীতির প্রস্তাবিত বিকল্প পথ প্রায়শই সরকারের ভুলসিদ্ধান্ত সংশোধনে সাহায্য করে। যদি বিরোধী দল সক্রিয় না থাকে, তবে ক্ষমতাসীনরা প্রায়শই একপক্ষীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যা জনমণে বিক্রপ প্রভাব ফেলতে পারে।

আজকের ভারতে এই দায়িত্বের গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরকার দ্রুত তথ্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা চালাতে সক্ষম হচ্ছে। অনেক সময় নাগরিকের মৌলিক অধিকার, যেমন বাকস্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বা প্রতি বাদের অধিকার, সীমিত করার চেষ্টা দেখা যায়। এই পরিস্থিতিতে বিরোধী রাজনীতি একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তারা সরকারের একপক্ষীয় পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ করে, জনগণকে সচেতন রাখে এবং আইনের সীমারেখার মধ্যে সরকারকে রাখে।

কিন্তু বিরোধী রাজনীতিকে কেবল সমালোচনা বা প্রতিবাদ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা যথেষ্ট নয়। তাদের ভূমিকায় থাকতে হবে দায়িত্ববোধ, নৈতিকতা এবং দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি। কেবল রাজনৈতিক সুবিধা বা জনপ্রিয়তা অর্জনের উদ্দেশ্যে নিন্দা বা প্রতিবাদ করলে তা গণতন্ত্রের স্বার্থে ক্ষতিকর। বরং একটি কার্যকর বিরোধী দল সরকারকে দায়িত্বশীল রাখে, নীতি নির্ধারণে পরামর্শ দেয়, সমাজে সুস্বম বিতরণ নিশ্চিত করে এবং নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করে। প্রথমত, বিরোধী রাজনীতির একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত নাগরিকদের মৌলিক অধিকারকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়া। স্বাধীনতা, সমানঅধিকার, সুরক্ষা এবং ন্যায় বিচার;এসব অধিকার যদি হুমকির মুখে আসে, তবে বিরোধী দলই হতে হবে সজাগ প্রহরী। তারা সংসদে প্রশ্ন উত্থাপন, গণমাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ, জনসভা ও সমাবেশের মাধ্যমে সরকারের পদক্ষেপকে নিরীক্ষণ করে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকারকে সতর্ক

ভারতের ইতিহাসে আমরা বহুবার দেখেছি, যখন বিরোধী রাজনীতি শক্তিশালী হয়েছে, তখন সরকারও জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭০-এর দশকে, বিজ্ঞান জন আন্দোলন এবং বিরোধী দলের সক্রিয় ভূমিকার কারণে সরকার নির্দিষ্ট নীতি ও আইন সংশোধনের বাধ্য হয়েছিল। সেই সময় নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষণের ক্ষেত্রে বিরোধী রাজনীতির অবদান অপরিসীম। বর্তমানে এই ভূমিকা আরও জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ। গণমাধ্যমের প্রসার সরকারকে সতর্ক করে

সংসদীয় গণতন্ত্রে সবচেয়ে বিতর্কিত প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি

জগদীপ ধনখড় রাষ্ট্রপতির পর রাষ্ট্রীয় সংসদে অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী উপ-রাষ্ট্রপতি। ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রে উপ-রাষ্ট্রপতির ভূমিকা প্রায়শই আনুষ্ঠানিক ও প্রতীকী হিসেবেই দেখা হয়। তবে জগদীপ ধনখড় এই প্রচলিত ধারণাকে ভেঙে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি শুধুমাত্র উপ-রাষ্ট্রপতি নয়, রাষ্ট্রীয় সংসদ বা রাজ্যসভার চেয়ার হিসেবেও যে নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা রাখেন, তা তিনি ইতি মধ্যেই প্রমাণ করেছেন। তার কার্যকলাপ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সংসদীয় নীতি-প্রক্রিয়ার প্রতি দায়িত্বশীল মনোভাব ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। জগদীপ ধনখড়ের রাষ্ট্রীয় সংসদে ভূমিকা মূলত তিনি ণ্ডের পরিরক্ষিত হয়। প্রথমত, সংসদীয় কার্যক্রমকে নির্বিঘ্ন ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনা করা। রাজ্যসভার চেয়ার হিসেবে তার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো সংসদের সদস্যদের মধ্যে সমন্বয় ও বিতর্কের সূত্র নিয়ন্ত্রণ। ধনখড় এই ভূমিকায় এক অনন্য উদাহরণ স্থাপন করেছেন। সংসদে কখনও কোনো পক্ষ বা রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখানো হয়নি। উল্টে তিনি সবার প্রতি সমান মনোভাব ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ প্রদর্শন করেছেন। ফলে সংসদে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া অনেক বেশি স্বচ্ছ এবং কার্যকর হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ধনখড়ের নেতৃত্বে রাজ্যসভার আন্তর্গতীয় গণশৃঙ্খলা আচরণবিধির প্রতি কঠোর মনো যোগ লক্ষ্য করা যায়। তিনি সংসদীয় নীতিমালা মেনে চলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দৃঢ়াঙ্গীল। যে কোনো বিতর্ক বা বক্তব্য যখন সংবিধান বা নিয়মবিধির সীমা অতিক্রমের দিকে যেতে পারে, ধনখড় তা সতর্কতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করেন। সংসদে এই নিয়মের প্রতি দৃঢ়তা একদিকে যেমন সাংসদদের মধ্যে ন্যায়বিচারের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে, তেমনি জনগণের কাছে সংসদের মর্যাদা ও কার্যকারিতার প্রতি আস্থা বাড়ায়। তৃতীয়ত, ধনখড়ের অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি হলো রাজনৈতিক স্বোণ্ড ও সমাধানমুখী নেতৃত্ব। রাজনৈতিক বিরোধ বা মতপার্থক্য সংসদে স্বাভাবিক, তবে তা কখনো ব্যক্তিগত আচরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহারে রূপ নেয়। এই প্রেক্ষাপটে ধনখড় উপযুক্ত সংযম, সতর্কতা ও ন্যায়বোধের মাধ্যমে বিরোধী পক্ষের সঙ্গে সলাপের পথ খুঁজে নেন। ফলে রাজ্যসভার কার্যক্রম রাজনৈতিক সংঘাতের শিকার না হয়ে সমাধানমুখী হয়ে ওঠে। এটি ভারতীয় সংসদীয় প্রথাের জন্য এক অভূতপূর্ব উদাহরণ। ধনখড়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণদিক

লেখকের কলমে আধ্যাত্মিক স্ত্রী

কেশব চন্দ্র মৈত্র, কলকাতা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ‘পদ্মাবতী স্বর্ণপদক’ প্রাপক তিনি। কবিতা লিখেছেন, গান লিখেছেন, এমনকি রবীন্দ্রনাথের গানের সুরও দিয়েছেন। ‘সকাতরে এই কাঁদছে সকলে’, ‘একি লাবেবা পূর্ণ প্রাণ’, ‘আনন্দলোকে মঙ্গললোকে’ -এমন অনেক গান যা আজও আমরা গুনগুন করে উঠি অজান্তে, তার সুরের পটভূমিকায় রয়েছেন তিনি। বিবেকানন্দ পঞ্চদশমস্ত্র স্কলেই মুগ্ধ তাতে। এমনকি তিনিই প্রথম নারী যিনি ভিন রাজ্যে গেলেন চার্চিং করতে। আর সেখানে গিয়ে পরিচয় হল অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে। আর সাহস? নোবেলজয়ী সাহিত্যিক এবং ‘জাঙ্গল বুক’-এর চেষ্টা রুডহাউড কিপলিং কোনো একটি গল্পে বাঙালি জাতিকে ‘গিদ্ধড়’ বলেছিলেন। এমন খবর শুনে নিজেকে আর সামলাতে পারেন নি তিনি। সোজা চিঠি লিখলেন কিপলিংকে। কিন্তু পাঠাবেন কী করে। ঠিকানা জানা নেই। অগত্যা ঠিক করলেন বাঙালি যুবকদের অস্ত্রশিক্ষা দিতে হবে। সুতরাং সার্কুলার রোডের বাড়িতে প্রশিক্ষক নিয়োগ করে বাঙালি যুবকদের অস্ত্রশিক্ষণ শুরু করলেন তিনি। মহারাষ্ট্রের ‘শিবািজ উৎসব’ এর বদলে বাংলায় শুরু করলেন ‘প্রতাপদীতে উৎসব’। অচিরেই হয়ে উঠলেন বাংলার ‘জোড়ান আফ আর্ক’। এমনই ভেজ সংশোধনের বাধ্য হয়েছিল। ১৯০৫ সালে নারায়ণের এক পাঞ্জাবি আইনজীবী ও সাংবাদিক তাঁর স্বামী রামভজ দত্ত চৌধুরীর বাড়িতে গাছাঁজি এলেন। ক্রমশ তাঁরও সরলায় স্বপ্নদ্ব গাঁট হয়। সেখানে শুণ্ডই ছিল পারম্পরিক শ্রদ্ধা, মর্যাদা আর সম্মানের বৃত্ত। সেই সময় বহু চিঠি আদানপ্রদান

উৎপল- উত্তম

একে বলে শৈয়নে শৈয়নে যুদ্ধ। একদিকে দাপুটে অভিনেতা উৎপল দত্ত, অন্যদিকে উত্তম কুমারের মাজিক। দুই কিস্বদন্তিকে এক ছাদের তলায় আনা সহজ ছিল না। কিন্তু তবুও এটুকু ঝুঁকি তো নিতেই হত সুপ্তপদীর পরিচালক অজয় করকে। সোটা ১৯৬১ সাহসী, তেজস্বিনী, চরকা আম্পোলন ও খাদির জনপ্রিয়তার কেন্দ্রে যে সরলা, তিনি এবার একটি শান্তি চায়। তিনি হলেন ঠাকুর পরিবারের অন্যতম নক্ষত্র সরলা দেবী চৌধুরানী। এই উপন্যাস সেই এক নারী ও এক পুরুষের অসাধারণ চিঠি পত্রের ভিত্তিতে তৈরি। যেখানে কোনও মিথ্যা নেই। সবটাই ঐতিহাসিক ভাবে সত্য।

একে বলে শৈয়নে শৈয়নে যুদ্ধ। একদিকে দাপুটে অভিনেতা উৎপল দত্ত, অন্যদিকে উত্তম কুমারের মাজিক। দুই কিস্বদন্তিকে এক ছাদের তলায় আনা সহজ ছিল না। কিন্তু তবুও এটুকু ঝুঁকি তো নিতেই হত সুপ্তপদীর পরিচালক অজয় করকে। সোটা ১৯৬১ সাহসী, তেজস্বিনী, চরকা আম্পোলন ও খাদির জনপ্রিয়তার কেন্দ্রে যে সরলা, তিনি এবার একটি শান্তি চায়। তিনি হলেন ঠাকুর পরিবারের অন্যতম নক্ষত্র সরলা দেবী চৌধুরানী। এই উপন্যাস সেই এক নারী ও এক পুরুষের অসাধারণ চিঠি পত্রের ভিত্তিতে তৈরি। যেখানে কোনও মিথ্যা নেই। সবটাই ঐতিহাসিক ভাবে সত্য।

সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে খুলল ফেডারেশন-এফএসডিএল আলোচনার পথ

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্টঃ ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল) নিয়ে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ) এবং ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের (এফএসডিএল) মধ্যে আলোচনার দরজা খুলল। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি শ্রী পিএস নরসীমা এবং জয়মালা বাগচি বলেছেন, আইএসএলের অচলাবস্থা কাটাতে ফেডারেশন এবং এফএসডিএল আলোচনায় কসতে পারবে। সম্ভব হলে এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি ২৮ আগস্ট। আইএসএলের ১৩টা ক্লাবের মধ্যে ১১টা ক্লাব ফেডারেশনকে জানিয়েছিল, আইএসএল নিয়ে অচলাবস্থা কাটাতে সুপ্রিম কোর্টে দ্রুত শুনানির আর্জি জানাতে। ফেডারেশন সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলে গত ১৮ আগস্ট আদালত জানায়, ২২ আগস্ট শুনানি হবে। সেই মতো শুক্রবার শুনানির পর এই নির্দেশ দিয়েছে দুই বিচারপতির বেঞ্চ। ক্লাবগুলির আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণন সুপ্রিম কোর্টে আইএসএলের অচলাবস্থা কাটাতে আবেদন করেছিলেন।সেই মতোই শুক্রবার ফেডারেশন এবং এফএসডিএলকে আলোচনায় বসার কথা বলেছে শীর্ষ আদালত। আলোচনার রাস্তা খোলায় মনে করা হচ্ছে, আইএসএলের মাস্টার্স রাইসি এপ্রিমটে লিগে ক্রীড়া আলোচনা শুরু হবে। দেশের সর্বোচ্চ ফুটবল লিগ নিয়ে অচলাবস্থা কেটে যাবে।

টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে ‘রাহু কা খেল’, পয়সা ঢেলে পথের ভিখারি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারতে ক্রিকেট একটি ধর্ম। এমন একটি ধর্ম যা সবাই বিশ্বাস করে। সবাই এর জন্য পাগল। ভারতে ক্রিকেটের উন্মাদনা এতটাই যে, ভক্তরা তাদের সমস্ত কাজ ভুলে টিভির সামনে ম্যাচ দেখতে ব্যস্ত থাকেন এবং খেতাব জয়ের পর তারা টিম ইন্ডিয়াকে স্বাগত জানাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকেন। এই কারণেই ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকেও ক্রিকেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই কারণেই প্রতিটি বড় কোম্পানি কোনও না কোনওভাবে ভারতীয় দলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চায়। টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে যদি কোনও সংস্থার নাম থাকে, তাহলে ব্র্যান্ড ভালু আকাশছোঁয়া হয়ে যায়। সেই কোম্পানির নাম সবার মুখে মুখে থাকতে শুরু করে। কোটি কোটি মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে সেই সংস্থা। তবে, সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে কোম্পানিগুলির জন্য গল্ফটি উন্মুক্ত গেছে। ব্র্যান্ড ভালু আশা করা সংস্থাগুলি মুখ খুঁতে পড়ে হয় লাটে উঠেছে বা দেউলিয়া হওয়ার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। এদিকে, ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাস বলছে, বিসিসিআই যে সব সংস্থাগুলির সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার জার্সির স্পনসর হিসাবে চুক্তি করেছিল, সেগুলির পাঁচ লাটে উঠেছে বা তাদের সঙ্গে এমন কিছু ঘটে যায় যার ফলে কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হয়। সর্বশেষ ঘটনাটি ড্রিম ১১-এর। ভারত সরকার ২১ আগস্ট অনলাইন সেমিং অ্যাপ সম্পর্কিত একটি বিল



টিমের ফোন প্রস্তুতকারক সংস্থা অন্ডোও টিম ইন্ডিয়ার জার্সি স্পনসর হয়। কয়েক বছর পর, ভারতে টিমের পণ্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের কারণে, এই সংস্থাটি ভারতে তাদের কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। এর পরে, ভারতের জার্সিতে এডটেক কোম্পানি বাইজু স-এর নাম দেখা যায়। এই কোম্পানির জন্য সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল, কিন্তু তারপর বাইজু'স স্বপ্নে ভুলে যায় এবং তারপর দেউলিয়া হয়ে যায়। এবার যদি কোম্পানিগুলি এই দিকে মনোযোগ দেয়, তাহলে ভারতের জন্য স্পনসর পাওয়া কঠিন হয়ে উঠবে। এদিকে ড্রিম-১১-এর নামও হয়তো আর ভারতের জার্সিতে দেখা যাবে না। এখন দেখার বিষয় হল কোন কোম্পানি এই দৌড়ে এগিয়ে আসে।

চল্লিশেও রোনাল্ডো এমন সুদর্শন, রহস্য ভাঙলেন প্লাস্টিক সার্জন

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বয়স বেড়ে চলার সঙ্গে মানুষের চেহারাতেও পরিবর্তন আসে। বয়সের ছাপটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে মুখাবয়বে, বদলে যেতে শুরু করে শরীরের চামড়াও। সব মিলিয়ে বয়স যে লুকানো যায় না-স্কানিরা সে কথাও বলেন। তবে একজন সম্ভবত ব্যতিক্রম। তাকে দেখে বোঝা কষ্ট যে বয়সটা এখন ৪০ বছর। ‘চল্লিশে চালশে’ হওয়া তো দুরের কথা, বরং দেখে এখনো যথেষ্ট তরুণই মনে হয় ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোকে। ফিটনেস নিয়ে পর্তুগালের আল নাসর ফরোয়ার্ড কতটা সচেতন, সে কথা সবাই জানেন। কিন্তু সেটি তো মাঠের খেলার জন্য, যেখানে রোনাল্ডো এখনো সফল। চেহারার বিষয়টি একটু আলাদা। রোনাল্ডোর সমবয়সী অনেকেই বেশ আগে বুটজোড়া ভুলে রেখেছেন। তাঁদের চেহারাতেও এখন মুটিয়ে যাওয়া ও বুড়িয়ে যাওয়ার ছাপ। কিন্তু রোনাল্ডোকে কেন এখনো দেখতে তরুণ লাগে, সেই রহস্য ভাঙার চেষ্টা করেছেন নিউইয়র্কের খ্যাতিমান প্লাস্টিক সার্জন ডক্টর এলি লেভিন। পর্তুগিজ কিংবদন্তি রোনাল্ডোর সঙ্গে লেভিন কখনো কাজ করেননি। তবে তাঁর বিশ্বাস, শরীর এবং মুখে তারুণ্যের লাবণ্যতা ধরে রাখতে রোনাল্ডো প্রচুর অর্থ খরচ করে বেশ কিছু অস্ত্রোপচার ও দাঁতের কাজ করিয়েছেন। আর এটাই সম্ভবত দীর্ঘ দুই দশকের বেশি সময়জুড়ে তাঁর মুখাবয়ব পাটে যাওয়ার কারণ। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম মেইল অনলাইনকে এ কথা বলেছেন লেভিন। এনওয়াইসি প্লাস্টিক সার্জারি ও ডার্মাটোলজির

এই পরিচালক বলেছেন, ২০০৬ সালে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে ওল্ড ট্রাফোর্ডে অভিষেকের সময় রোনাল্ডো দেখতে যৌন ছিলেন, এই দুই দশকের বেশি সময়ে সেটা ধীরে ধীরে পাল্টানোর পথে ‘উল্লেখযোগ্য



পরিবর্তন’ এসেছে তাঁর নাকে। লেভিন মনে করেন, রোনাল্ডো ‘রাইনোপ্লাস্টিক সার্জারি’ করিয়েছেন। এটি ‘নাকের কাজ’ নামেও পরিচিত, যার মাধ্যমে নাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি এর কার্যকারিতাও বাড়ানো যায়। পদ্ধতিটির মাধ্যমে নাকের অসামঞ্জস্যতাও দূর করা যায়। লেভিনের বিশ্বাস, রোনাল্ডোর নাকের হাড় পুনর্গঠন করা হয়েছে। মেইল অনলাইনকে লেভিন বলেন, “এটা

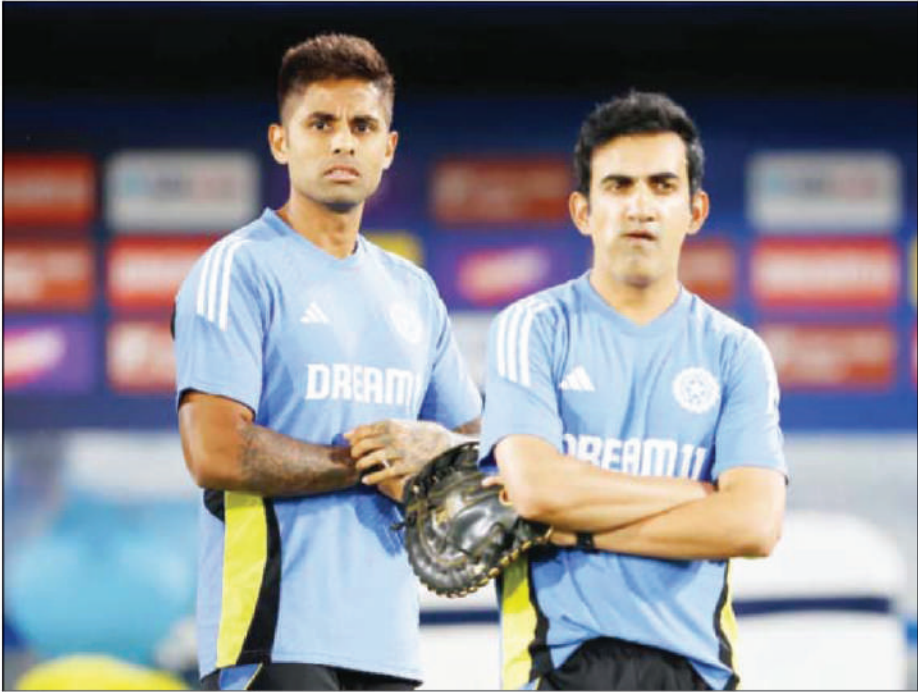
রাইনোপ্লাস্টিক স সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে শুধু নাকের মাথা নয়, উপরিভাগও ঠিক করা হয়েছে। পুনর্গঠন করা হয়েছে নাকের হাড়ও।” শুধু নাক নয়, রোনাল্ডো দাঁতের কাজও করিয়েছেন বলে মনে করেন লেভিন। অব্যব

ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে এ বিষয়টি লুকাননি রোনাল্ডো। দাঁতকে আরও সাাদ ও সমান রাখতে তিনি কাজ করিয়েছেন। লেভিনের ধারণা, ওপরের মাড়িতে জায়গা কমাতে রোনাল্ডো সম্ভবত অস্ত্রোপচার করিয়েছেন। তবে রোনাল্ডোর প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। পাঁচবারের বালন ডি’অরজরী রোনাল্ডোর মতো এনএফএলের ৪৮ বছর বয়সী তারকা টম ব্রাডিকেও দেখতে তরুণ

এশিয়া কাপ এগিয়ে পাকিস্তান! গস্তীরের পরিকল্পনা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

এশিয়া কাপ মানেই মর্যাদার লড়াই। বিশেষ করে ভারত ও পাকিস্তানের মতো চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর জন্য শুধুমাত্র এক টুর্নামেন্ট নয়, বরং একরকম ‘প্রেস্টিজ ফাইট’। রাজনৈতিক উত্তেজনা, সীমান্ত উত্তাপ কিংবা কূটনৈতিক টানাপোড়েন। সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়ে এবারের এশিয়া কাপে পাকিস্তানের মুখোমুখি হতে চলেছে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল। তবে এই বড় মঞ্চের আগে ভারতীয় দলের প্রস্তুতি কতটা পরিপূর্ণ, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে দেশ-বিদেশের ক্রিকেটমহলে। বিসিসিআই ঘোষিত সফরসূচি অনুযায়ী, আগামী ৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে পৌঁছবেন গস্তীরের ছাত্ররা। এরপর ৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে চার দিনের প্রস্তুতি শিবির। ১০ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ভারতের এশিয়া কাপ অভিযান। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে-এই প্রস্তুতি শিবিরের মধ্যেও কোনও প্রস্তুতি ম্যাচ থাকছে না সূর্যদের জন্য। যেখানে পাকিস্তান এশিয়া কাপের আগে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে, সেখানে ভারত নিজেদের মধ্যেই কিছু প্রাকটীস ম্যাচ খেলে প্রস্তুত থাকার চেষ্টা করবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, টুর্নামেন্টে



আইপিএলের পর থেকেই তিনি কার্যত ক্রিকেটের বাইরে। একই অবস্থা তিলক বর্মা, অভিষেক শর্মা, কতটা যৌক্তিক, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোরালো বিতর্ক। দলের কোচ হিসেবে গৌতম গম্ভীরের

দলের পারফরম্যান্সে বড় প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। প্রসঙ্গত, এবারের এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আইসিসি টি-

পারিকল্পনায় এখন পর্যন্ত কোনও প্রস্তুতি ম্যাচের কথা নেই। শুধুমাত্র দুবাইয়ের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সেখানে অনুশীলনের ওপরেই জোর দিচ্ছেন তিনি। যদিও ক্রিকেট

আমিরশাহির বিরুদ্ধে। এরপর ১৪ সেপ্টেম্বর হতে পারে আসল লড়াই, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। ওমানের বিরুদ্ধে শেষ গ্রুপ ম্যাচ ১৯ সেপ্টেম্বর। যদি সবকিছু পরিকল্পনা মতো এগোয়, তাহলে টুর্নামেন্টে তিনবার মুখোমুখি হতে পারে ভারত-পাকিস্তান। এবারের ভারতীয় স্কোয়াডে রয়েছেন এককর্ক তরুণ মুখ। অধিনায়কত্ব করছেন সূর্যকুমার যাদব। সহ-অধিনায়ক শুভমন গিল, উইকেটের পেছনে সঞ্জু স্যামসন ও জিতেশ শর্মার মতো শক্তিশালী বিকল্প, অলরাউন্ড বিভাগে হার্দিক পাণ্ডিয়া ও শিবন দুবে। বোলিং অক্রমগণ নেতৃত্ব দছেন বুমরাহ, অশ্বদীপ ও কুলদীপ যাদব। তবে অভিজ্ঞতার ঘাটতি এবং সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ না খেলটা বড় চিন্তার বিষয় হতে পারে। স্ট্যান্ডবাই তালিকায রয়েছেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, ওয়াশিংটন সুন্দর, রিয়ান পরাগ, ধ্রুব জুরেল ও যশস্বী জয়সওয়াল। যেকোনও সময় এই খেলোয়াড়দের ডাক পড়তে পারে, যদি কেউ চোটে পড়েন বা পারফরম্যান্সে খারাপ করেন। সব মিলিয়ে, প্রস্তুতি ম্যাচ ছাড়াই ভারতীয় দলের এই এশিয়া কাপ অভিযান কেমন হয়, তা নিয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনার পাশাপাশি রয়েছে চাপা উদ্বেগও। এখন দেখার, সূর্যদের ঝুঁকিপূর্ণ কৌশল মাঠে কতটা সফল হয়।

মেহেতাব সিংকে প্রায় নিশ্চিত করে ফেলল মোহনবাগান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ আগস্টঃ

আইএসএলের শিল্প ও লিগ কাপ জয়ের মধ্য দিয়েই শেষ সিজন শেষ করেছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। যারফলে সৃষ্টি হয়েছিল নয়া ইতিহাস। বলতে গেলে দেশের প্রথম ও একমাত্র দল হিসেবে এক মরসুমে লিগ কাপ জয় করার পাশাপাশি লিগ শিল্প ঘরে ভুলে নিয়েছিল সবুজ-মেরুন। সেই নিয়ে খুশির আমেজ দেখা দিয়েছিল সমর্থকদের মধ্যে। সেই সুবাদে এবার ও এএফসির মধ্যে প্রতিনিধিত্ব করবে সবুজ-মেরুন দল। গতবার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খুব একটা সুবিধা করা সম্ভব না হলেও এবার সাফল্য পাওয়াই প্রধান চ্যালেঞ্জ মেলিনারা। সেক্ষেত্রে গতবারের অবিশেষ ফুটবলারদের উপরেই ভরসা রাখলেও দলের মধ্যে যে বেশকিছু পরিবর্তন আসবে সেই ইঙ্গিত মিলেছিল আগেই। সেক্ষেত্রে বিদেশি ফুটবলারদের তুলনায় এবার ভারতীয় গ্রিগেডের উপরেই বাড়তি নজর দিচ্ছে ম্যানেজমেন্ট। বলাবাহুল্য, দলের রক্ষণভাগকে মজবুত করতে গত মাসেই চেকচাম অভিষেক সিংকে দলে যুক্ত করেছ



কয়েক মাস ধরেই ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছিল মেহেতাব সিংয়ের নাম। গত সিজন পর্যন্ত রনবীর কাপুরের মুখই সিটি এফসির হয়ে খেলেছিলেন পাঞ্জাবের এই সেন্টার ব্যাক। যেখানে আইএসএলে মোট ২২টি ম্যাচ খেলতে দেখা গিয়েছিল জাতীয় দলের এই

ফুটবলারকে। তার মধ্যে একটি গোল ও ছিল এই তারকার। সবদিক মাথায় রেখেই তাকে নিতে ব্যাপিয়েছে সবুজ-মেরুন। কিন্তু তাঁরা একা নয়। দেশের প্রথম ডিভিশনের একাধিক ফুটবল ক্লাবের নজর ছিল মেহেতাবের দিকে। পরিবর্তিতে এই ফুটবলারকে দলে নেওয়ার ক্ষেত্রে বাকিদের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে যায় মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। এবার মনে করা হচ্ছে এই ভারতীয় ডিফেন্ডারের সবুজ-মেরুনে যোগদান কার্যত সময়ের অপেক্ষা। যারফলে সব ঠিকঠাক থাকলে হয়তো খুব শীঘ্রই তাঁর যোগদানের কথা ঘোষণা করে দেবে গতবারের আইএসএল জয়ী ফুটবল দল। সেটা নিঃসন্দেহে বিরটি বড় পাওনা হবে সমর্থকদের কাছে। বলাবাহুল্য, গত সিজনে পেট্রি ক্র্যাটিকির শক্তিশালী মুহুরি সিটি এফসির হয়ে যথেষ্ট ভালো ফুটবল খেলেছিলেন এই ভারতীয় সেন্টার ব্যাক। প্রতিপক্ষের আক্রমণভাগকে ভেঁতা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এই তারকার। মোহনবাগানে যোগদান করলেও এই নয়। মরসুমে ও নিজেদের প্রমাণ করতে চাইবেন তিনি।

চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম নিরাপদ নয়, মহিলা ওডিআই বিশ্বকাপের ম্যাচ সরল বেঙ্গালুরু থেকে

দুবাই, ২২ আগস্টঃ আশঙ্কাটা ছিলই, এবার সেটা বাস্তবে পরিণত হল। বেঙ্গালুরুতে হচ্ছে না আইসিসি মহিলা ওডিআই বিশ্বকাপের ম্যাচ। নিরাপত্তাজনিত কারণে বেঙ্গালুরের চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম থেকে সব ম্যাচ সরিয়ে নিল আইসিসি। প্রাথমিক সূচি অনুযায়ী ঠিক ছিল পাঁচটি ম্যাচ হবে চিন্নাস্বামীতে, যার মধ্যে ছিল উদ্বোধনী ম্যাচ ও ভারত উঠলে ফাইনালও। আইসিসি জানিয়েছে, ম্যাচগুলি বেঙ্গালুরের পরিবর্তে অনুষ্ঠিত হবে মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে। ডেনু পরিবর্তনের কারণ হিসাবে জানানো হয়েছে, কর্ণাটক ক্রিকেট সংস্থা চিন্নাস্বামীতে ম্যাচ করার জন্য রাজ্য পুলিশের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি পায়নি। ২০২৫ আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল রয়্যাল চ্যালেন্জার্স বেঙ্গালুরু। আইপিএলের ১৭ বছরের ইতিহাসে এর আগে তারা কখনও এই খেতাব জিততে পারেনি। তাই মহাসমারোহে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে বিজয় উৎসব পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আরসিবি। কিন্তু সেদিন প্রবল ভিড়ের চাপে ১১ জন পদদলিত হয়ে মারা যান ও ৩৩ জন গুরুতর আহত হন। এই ঘটনায় আঙুল উঠেছিল আরসিবির পাশাপাশি কর্ণাটক পুলিশের বিরুদ্ধেও। অভিযোগ ছিল, নিরাপত্তার গাফিলতি থেকেই এই দুর্ঘটনা হয়েছে। এরপর কর্ণাটক সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। তাদের তদন্তে প্রমাণ হয়, চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম ম্যাচ আয়োজনের জন্য নিরাপদ নয়। এবার সেই ঘটনার রেশ থেকেই বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজন থেকে



বঞ্চিত হল বেঙ্গালুরু। আগামী মাসে ভারত ও শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে আয়োজিত হবে মহিলা ওয়ানডে বিশ্বকাপ। মোট পাঁচটি স্টেডিয়ামে এই বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে। সেই স্টেডিয়ামগুলির মধ্যে একটি ছিল বেঙ্গালুরের এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম, যেখানে আর কোনও ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে না। শুক্রবার আইসিসি একটি বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে যে বেঙ্গালুরুতে যে ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল সেগুলি এখন নবি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে মোট পাঁচটি ম্যাচ খেলার কথা ছিল, যার মধ্যে তিনটি লিগ পর্বের এবং একটি সেমিফাইনাল ম্যাচ ছিল। ভারতীয় দল ফাইনালে উঠলে এই খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচটিও এই স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হত। এই সমস্ত ম্যাচ এখন ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। আসলে, কর্ণাটক সরকার চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামকে ম্যাচ আয়োজনের জন্য নিরাপদ নয় বলে মনে করেছে এবং সেই কারণেই আইসিসি এই স্টেডিয়াম থেকে ম্যাচ সরিয়ে নিয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে মহিলা ওয়ানডে বিশ্বকাপ। এই ম্যাচগুলি ভারতের মোট চারটি শহরে অনুষ্ঠিত হবে, যার মধ্যে রয়েছে গুয়াহাটীর এটিএ স্টেডিয়াম, ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়াম, বিশাখাপত্তনমের এসিএ-ভিডিসিএ স্টেডিয়াম। শ্রীলঙ্কার কলম্বোর আর প্রেমানাদা স্টেডিয়ামও এর মধ্যে রয়েছে। যদি পাকিস্তানের ফাইনালে পৌঁছন, তাহলে খেতাব লড়াই কলম্বোতে অনুষ্ঠিত হবে। পাকিস্তান তাদের সমস্ত ম্যাচ শেলবে শ্রীলঙ্কা।

ব্রাইস মিরান্ডাকে বিদায় জানাল কেরালা ব্লাস্টার্স

কেরি, ২২ আগস্টঃ গত কয়েকদিন আগেই ত্রুভান্ট কাপের সেমিফাইনালে কলকাতা ময়নামের অন্যতম প্রধান তথা ইন্টবেঙ্গল ফুটবল দলকে পরাজিত করেছে ডায়মন্ড হারবার এফসি। তাদের নিয়েই এবার ত্রুভান্ট কাপ চ্যাম্পিয়ন হতে মরিয়া বাংলার এই ফুটবল দল। তবে সেখানেই শেষ নয়। আইলিগ শুরু করার আগে আরও কয়েকজন ফুটবলারকে দলে টানতে চাইছে ম্যানেজমেন্ট। সেক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে উঠে ব্রাইস মিরান্ডার নাম। হিসাব অনুযায়ী আগামী ২০২৬ সাল পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে চুক্তি ছিল দক্ষিণের শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব কেরালা ব্লাস্টার্সের। তবে গত সিজনের শেষের দিকেই লোন চুক্তির মধ্য দিয়ে তাকে দলে টেনেছিল বারাগানীয়া ইন্টার কাশী ফুটবল ক্লাব। তারপর থেকে হাবাসের ফুটবল দলের হয়েই খেলে আসছিলেন মহারাস্ট্রের এই ফুটবলার। তবে শুক্রবার নিজেদের সোশ্যাল সাইট থেকে তাকে রিলিজ করার কথা জানিয়ে দিল দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাব। ঘটনাক্রমে আগেই নিজেদের সোশ্যাল সাইট থেকে এই ফুটবলারকে ধন্যবাদ জানিয়ে দিয়েছে কেরালা। সেখানে দেখা হয়েছে, ‘ক্লাব ব্রাইস মিরান্ডার সঙ্গে চুক্তি ছিল করার যোগ্য। যারফলে ক্লাবের সাথে তাঁর সম্পর্ক শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাঁর অবদানের জন্য আমরা তাকে ধন্যবাদ জানাই এবং তার ভবিষ্যতের প্রচেষ্টায় তাঁর মঙ্গল কামনা করি।’

সুচিকিৎসা

২৭ বর্ষ • নবম সংখ্যা • ১ আগস্ট ২০২৫

ক্যানসার ও চিকিৎসা

- প্লাস্টিক সার্জারি - পরিষেবার পরিধি
- বাধ্য মুক্ত হয়ে আনন্দে বাঁচুন
- বুদ্ধিত শান
- বহু দক্ষিণ পাথরেই সত্যক থাকার ইঙ্গিত দেয়
- পেরিফেরাল আর্টারি ডিজিজ
- মিনিমালি ইনভেসিভ কার্ডিয়াক সার্জারি (MICS)
- আজিওপ্লাস্টিক ও রক্তের তারল্য
- মানবদেহে কিউনির কাজ
- মুখধলির ক্যানসার
- ক্যানসার ও চিকিৎসা

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পারেন কোডটি স্ক্যান করুন